যুগান্তর

তারিখ 21 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

এক হাজার মাদ্রাসা ভবন নির্মাণে অনিয়ম দুর্নীতি

বিএম জাহাঙ্গীর

নির্বাচিত এক হাজার বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বড় ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে কাজ করার তথ্য প্রমাণ পেয়েছে পরিদর্শন কমিটি। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) পরিদর্শন রিপোর্টে ভয়াবহ অনিয়মের নানা তথ্যচিত্র বেরিয়ে এসেছে। এ বিষয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি আইএমইডি থেকে শিক্ষা সচিবকে চিঠি দেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, সর্বশেষ প্রকল্পটির বাস্তব কাজ পরিদর্শনের জন্য নমুনা যাচাই হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে আইএমইডি'র উপপরিচালক নির্মল কুমার হালদারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সিলেটের সদর উপজেলায় অবস্থিত সিরাজুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসা ও গোপালগঞ্জ উপজেলার চৌধুরীবাজার দাখিল মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে ঢাকায় ফিরে আইএমইডি সচিবের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, দুটি মাদ্রাসায় 'এ' টাইপ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। চারতলা ভিতের ওপর প্রতিটি একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৪ লাখ ৬২ হাজার টাকা। একতলা একাডেমিক ভবনে তিনটি কক্ষ, একটি টয়লেট ও একটি সিঁড়ি থাকছে। কিন্তু দুটি মাদ্রাসার এ ভবন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়েছে। এক নম্বর পাকা ইট দিয়ে ভবন নির্মাণ করার কথা থাকলেও পরিদর্শন কমিটি ইটের টেকনিক্যাল (টি টেস্ট) পরীক্ষা করে দেখতে পায়, প্রতিটি ইট খুবই নিম্নমানের। একটি ইটের সঙ্গে আরেকটি ইট আঘাত করে মেটালিক কোন শব্দও পাওয়া যায়নি। হাতের নখ দিয়ে ইটের ওপর আঁচড় কেটে দেখা গেছে খুব সহজে ইটের গায়ে দাগ হয়ে যাচ্ছে। এতে প্রতীয়মান হয়, ইটের গুণগত মান খুবই খারাপ। অথচ নিম্নমানের এ ইট দিয়ে দুটি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। সিরাজুল ইসলাম আলিম মাদ্রাসায় সিঁড়িঘরের বিমের ঢালাই কাজও খুবই নিম্নমানের করা হয়েছে বলে কমিটির নজরে আসে। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে ঢালাই দেয়ায় বিমের মাঝে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। কমিটি নিশ্চিত হয়েছে এভাবে ঢালাই দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া চৌধুরীবাজার দাখিল মাদ্রাসায় অবকাঠামো নির্মাণে যথেষ্ট কিউরিং করা হয়নি। দেয়ালের গাঁথুনিও খারাপ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথের অ্যাপ্রোচ রোডও খুবই জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দেখা গেছে। পরিদর্শন রিপোর্টে উল্লিখিত দুটি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে এসব অনিয়মের বিষয় আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয়

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে ৭৫% কাজ শেষ।

দুর্নীতি : মাদ্রাসা ভবন নির্মাণে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি'র কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, নমুনা হিসেবে নির্মাণাধীন এক হাজার ভবনের মধ্যে শুধু দুটি মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন থেকে এ অনিয়ম বেরিয়ে এসেছে। তারা মনে করেন, সারাদেশে প্রতিটি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে কমবেশি এ রকম অনিয়ম করা হচ্ছে। কাজ পাওয়ার আগে ঠিকাদারকে অলিখিত কমিশন দিতে হয় বলে কাজের মান বজায় থাকে না। যারা মনিটরিং করার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের মধ্যেই সমস্যা আছে। অর্থাৎ সর্ষের মধ্যে ভূত। এ অবস্থায় জোরালোভাবে কাজের মনিটরিং করাসহ অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে না পারলে এসব একাডেমিক ভবন কয়েক বছরের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোর একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে চার ক্যাটাগরিতে মোট এক হাজার মাদ্রাসা নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে জিওবি তহবিল থেকে প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭৩৯ কোটি টাকা। তবে সংশোধিত বাজেটে এ ব্যয় আরও বাড়ানো হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১১ সালের জুনে শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২০১৫ সালের জুনে। সমতল এলাকার জন্য 'এ' টাইপের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ৮৫০টি, লবণাক্ত এলাকার জন্য 'বি' টাইপের ভবন ২৫টি, হাওর-বিল ও নদীবেষ্টিত এলাকার জন্য 'সি' টাইপের ভবন ৭৫টি এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য 'ডি' টাইপের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ৫০টি। প্রতিটি ভবন নির্মাণে গড়ে ৬০ লাখ টাকা করে ব্যয় হচ্ছে।